গুরুদক্ষিণা
কাশীরাম দাস (১)

১। 'গুরু দ্রোণ স্থানে অস্ত্র শিক্ষা করিলাম।'

(ক) কার উক্তি?

⇒ উদ্ধৃতাংশটি কবি কাশীরাম দাস অনুবাদিত মহাভারতের একটি ক্ষুদ্র অংশ 'গুরুদক্ষিণা' থেকে নেওয়া হয়েছে।
এখানে উক্তিটি ব্যাধ হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্যের।

(খ) কাকে বললেন?

⇒ একদিন কৌরবরা, পাণ্ডবেরা বনে পশু শিকার কার্য করতে গিয়েছিলেন, অনুচর সহ। পাণ্ডবদের এক অনুচর একটি কুকুর সঙ্গে নিয়েছিল, একলব্যের কাছে এসে কুকুরটি চিৎকার করছিল, ঐ শব্দে একলব্যের ধ্যান ভঙ্গ হলে সে কুকুরের মুখে সপ্তবান নিক্ষেপ করল, কুকুরটি মরল না, কিন্তু তার শব্দ করার ক্ষমতা রুদ্ধ হল অথচ মুখে কোন ঘা ও হল না, তখন বিস্মিত রাজকুমাররা অনুচর সহ বনের মধ্যে একলব্যের কাছে গিয়ে তার পরিচয় এবং গুরুর নাম জানতে চাইলে, উত্তরে একলব্য রাজকুমারদের একথা বললেন।

(গ) দ্রোণ কে?

⇒ কৌরব এবং পাণ্ডবদের অস্ত্রশিক্ষা গুরু ছিলেন দ্রোণ অর্থাৎ আচার্য দ্রোণাচার্য, ভরদ্বাজ মুনির পুত্র দ্রোণকে পিতামহ ভীষ্ম হস্তিনাপুরের রাজকুমারদের অস্ত্রশিক্ষাগুরু হিসাবে নিযুক্ত করেন।

(ঘ) তিনি কাদের গুরু?

⇒ অস্ত্রশিক্ষা গুরু দ্রোণাচার্য পাণ্ডব ও কৌরবদের গুরু।

classmate
Date
Page



(ঙ) তিনি কি অস্ত্রে শিক্ষা দিতেন ?

⇒ অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা দিতেন।

(২) 'কৃতাঞ্জলি হইয়া অগ্রেতে দাঁড়াইল ॥'

(ক) কে দাঁড়াল ?

⇒ উদ্ধৃতাংশটি কাশীরাম দাস অনূদিত মহাভারতের একটি ক্ষুদ্র অংশ 'গুরুদক্ষিণা' থেকে নেওয়া হয়েছে।
ব্যাধ হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য দাঁড়াল।

(খ) কার সামনে দাঁড়াল ?

⇒ ব্যাধ পুত্র ও নীচ জাতির সন্তান একলব্য গুরু দ্রোণাচার্যের সামনে দাঁড়াল।

(গ) তার কৃতাঞ্জলি হওয়ার কারন কি ?

⇒ একলব্য গুরু দ্রোণাচার্যের কাছে অস্ত্র শিক্ষার জন্য গেলে, দ্রোণ ব্যাধের পুত্র ও নীচ জাতির বলে তাকে শিষ্য হিসাবে গ্রহন করলেন না, কারন এতে তার অধোগতি হবে। একলব্যের এতে মনে কষ্ট হয় কিন্তু তিনি হাল ছাড়লেন না, ব্রহ্মচারী হয়ে অরণ্যে গুরু দ্রোণাচার্যের মাটির মূর্তি তৈরী করে, তার সামনে বসে নিরন্তর সাধনা করলেন। গুরু দ্রোণাচার্য যখন রাজকুমারদের মুখে একলব্যের অদ্ভুত বানের কথা শুনলেন এবং জানলেন তিনিই তার অস্ত্র গুরু, তখন তিনি অরণ্যে গেলেন। সেইসময় গুরু দ্রোণাচার্যকে দেখে একলব্য তাঁর সামনে কৃতাঞ্জলি হয়ে দাঁড়ালেন।

(ঘ) 'কৃতাঞ্জলি' শব্দটির অর্থ কি?

→ কবিতায় উল্লেখিত 'কৃতাঞ্জলি' শব্দটির অর্থ হল হাত জোড় করা।

(ঙ) তখন যেখানে কারা উপস্থিত ছিল?

→ তখন যেখানে হস্তিনাপুরের রাজকুমাররা অর্থাৎ কৌরব ও পান্ডবেরা উপস্থিত ছিল।

৩/ 'দক্ষিন হস্তের বৃদ্ধ অঙ্গুলিটি দিয়া।'

(ক) কার উক্তি?

→ উদ্ধৃতাংশটি কাশীরাম দাস অনুবাদিত মহাভারতের একটি ক্ষুদ্র অংশ, 'গুরুদক্ষিনা' থেকে নেওয়া হয়েছে।

এখানে উক্তিটি অস্ত্রশিক্ষা গুরু দ্রোনাচার্যের, যিনি হস্তিনাপুরের রাজকুমারদের অস্ত্রশিক্ষা দিতেন।

(খ) কার অঙ্গুলি তিনি চাইলেন?

→ তিনি ব্যাধ সন্তান, হিরন্যধনুর পুত্র একলব্যের অঙ্গুলি চাইলেন।

(গ) তান হাতের বুড়ো আঙ্গুল চাইলেন কেন?

→ তান হাতের বুড়ো আঙ্গুল চাইলেন কারন ঐ হাতের আঙ্গুলটি না থাকলে একলব্য তীর ছুড়তে পারবে না, নিজের চেষ্টায় সে বিদ্যা সে অর্জন করেছিল তা প্রয়োগ করার ক্ষমতা থাকবে না, তাই গুরু দ্রোনাচার্য তার কাছে গুরু-দক্ষিনা হিসাবে সেই আঙ্গুলটি চাইলেন।

৪

(খ) উদ্দিষ্ট ব্যক্তি কি করলেন?

→ উদ্দিষ্ট ব্যক্তি অর্থাৎ একলব্য তখন আগে ও পিছে কিছু না ভেবে গুরুর আদেশে তার ডান হাতের বুড়ো আঙুলটি কেটে গুরুদক্ষিনা দিলেন।

(গ) এর মধ্য দিয়ে তার চরিত্রের কি পরিচয় মেলে?

→ এর মধ্য দিয়ে তার অর্থাৎ একলব্যের আদর্শ গুরুভক্তির পরিচয় মেলে, কারন এককালে গুরু দ্রোণাচার্যই, যে নীচ জাতি ও ব্যাধ পুত্র হওয়ায়, অখ্যাতি চিন্তায় তাকে শিষ্য হিসাবে গ্রহন করতে চান নি, কিন্তু একলব্য নিরাশ হয়েও হাল না ছেড়ে নিজের চেষ্টায় অরণ্যে এসে, ব্রহ্মচারী হয়ে নিজের সাধনায় গুরু দ্রোণের মৃত্তিকা মূর্তি সামনে রেখে অর্জুনের মতো ধনুর্ধর যে বিদ্যা জানতেন না তা আয়ত্ত করেছিলেন। নিজের সাধনা লব্ধ বিদ্যা ও তিনি গুরু দ্রোণ শিখিয়েছেন বলে জানান ও গুরুর দক্ষিনা হিসাবে কিছু না ভেবেই তার বৃদ্ধাঙ্গুলি কেটে দিয়ে গুরুর আদেশ পালন করেন।

এই সম্পূর্ন ঘটনাটির মধ্য দিয়ে একলব্যের আদর্শ শিষ্য ও গুরুভক্তির পরিচয় পাই যা আমাদের বাংলা সাহিত্যে যুগ-যুগান্তরের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হয়ে থাকবে।

(ঘ) বক্তার চরিত্রের কি পরিচয় তুমি পাও?

→ বক্তার অর্থাৎ আচার্য দ্রোণাচার্যের চরিত্রের স্বার্থপর ও নিষ্ঠুরতার পরিচয় পাওয়া গেছে, কারন,

আমি জানতে পারি যে, যখন একলব্য দ্রোণাচার্যের কাছে অস্ত্র শিক্ষার জন্য যায় সে নীচ জাতি ও ব্যাধ পুত্র হওয়ায় গুরুদ্রোন তাকে শিষ্য হিসাবে গ্রহন করেন নি, তারপর রাজকুমারদের মুখে একলব্যের অস্ত্রশিক্ষায় পারদর্শীতার কথা জেনে নিজের অখ্যাতি চিন্তায় অরণ্যে এসে গুরুদক্ষিনা হিসাবে অঙ্গুলি চাওয়ার মধ্য

@by sangita

দিয়ে তাঁর চরিত্রের নির্মম স্বার্থপর, নিষ্ঠুর দিকটিই আমি দেখতে পাই।

(ছ) এই অঙ্গুলি দান কিসের লক্ষণ?

→ একলব্যের গুরু, দ্রোনের গুরুদক্ষিনা হিসাবে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি চাওয়া ও তৎক্ষনাৎ তার অঙ্গুলি দান করা, একজন আদর্শ শিষ্য ও গুরুভক্তির লক্ষন।

তাই একলব্য গুরুভক্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হয়ে আছেন।

(জ) দেবতারা তা দেখে কি করলেন?

→ একলব্যের মতো এরূপ গুরুভক্তি সহজে দেখা যায় না, স্বর্গ থেকে দেবতারা তার এই অদ্ভুত গুরুভক্তি দেখে ধন্য ধন্য করেছেন ও স্বর্গ থেকে পুষ্প বৃষ্টি করলেন।

classmate
Date
Page

# বাঙালী জাতি

রমেশচন্দ্র মজুমদার



২/ i) আমরা কোন দেশে বাস করি?

→ আমরা বাংলাদেশে বাস করি, যদিও কথাটির সার্বজনীন সত্যতা নেই। বর্তমানে বাঙালী যে কেবলমাত্র বাংলাদেশেই বাস করে তা নয়। তবে প্রাচীনকালে বাঙালী বাংলাদেশ তথা বঙ্গদেশেই বসবাস করত।

ii) আমাদের 'বাঙালী' বলা হয় কেন?

→ আমরা অর্থাৎ বাঙালীরা বাংলা ভাষায় কথা বলি, তাই আমরা 'বাঙালী'। কিন্তু এ নামে আমরা আমাদের জাতিকে ডাকিনি, মধ্যযুগে মুসলমান শাসকই এদেশের লোকেদের 'বাঙালী' বলে ডাকতে শুরু করে।

iii) কারা প্রথম 'বাঙালী' নামটি দেন?

→ বিদেশী তুরস্ক রাজগন আমাদের এই 'বাঙালী' নামটি প্রথম দেন।

iv) এই ধরনের অন্য নামটি কি?

→ এই ধরনের অন্য নামটি হল 'গৌড়ীয়'।

v) বাঙালী কোন খাদ্য পছন্দ করে?

→ বাঙালী সাধারনত: মাছ, মাংস, অর্থাৎ আমিষ খাবার পছন্দ করে।

vi) বাঙালী কোন পূজা পছন্দ করে?

→ বাঙালীদের মধ্যে শক্তি পূজার প্রচলন লক্ষ্য করা যায়, অর্থাৎ বাংলাদেশে দুর্গা-কালী এই দুই দেবীশক্তির আরাধনা পছন্দ করে।

OPPO A5 2020

vii) বাংলার আগে কি নাম ছিল?

→ প্রাচীনকালে বাংলার বিশেষ কোন একটি নাম ছিল না, বাংলার বিভিন্ন বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন বিভিন্ন নাম ছিল।

viii) প্রথম স্বাধীন বাঙালী রাজার নাম কি?

→ প্রথম স্বাধীন বাঙালী রাজার নাম রাজা শশাঙ্ক।

৬/i) বৌদ্ধধর্ম কোথায় শেষ পর্যন্ত টিকে ছিল?

→ বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে বাংলাদেশেই শেষ আশ্রয়লাভ করে চারশ বছর পর্যন্ত টিকে ছিল।

ii) নালন্দা বিহারটি কোথায় অবস্থিত ছিল?

→ নালন্দা বিহারটি প্রাচীন ভারতের মগধ রাজ্যে অবস্থিত ছিল। মগধের এখন নাম বিহার, বিহারের রাজধানী পাটনা শহরের ৫৫ কিলোমিটার দক্ষিন পূর্বে অবস্থিত ছিল এই আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়টি।

iii) বিক্রমশীলা বিহার কে প্রতিষ্ঠা করেন?

→ পাল বংশের প্রথম রাজা গোপালের পুত্র ধর্মপাল বিক্রমশীলা বিহারটি প্রতিষ্ঠা করেন, ধর্মপালের নিজের নাম বিক্রমশীল, তাই তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিহারটি তারই নাম অনুসারে পরিচিত হয়।

iv) পাল রাজারা কোন দেশীয় ছিলেন?

→ পাল রাজারা ছিলেন বঙ্গদেশের অর্থাৎ বাঙালী। তারা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন।

v) শ্রেষ্ঠ পাল নৃপতি কে?

→ শ্রেষ্ঠ পাল নৃপতি ছিলেন ধর্মপাল।

vii) অপর কীর্তিমান পাল রাজা কে?

→ অপর কীর্তিমান পাল রাজা হলেন ধর্মপালের পুত্র দেবপাল।